# এই পথ চলা

## ৫ - মাইক্রোওয়েভ বিভ্রাট

শুজা রশীদ

কিছুদিন আগে বাসার স্মোক ডিটেক্টর নিয়ে বিশাল বিপদে পড়েছিলাম। সেই সমস্যার সমাধান হতে না হতেই আরেক ঝামেলা শুরু হল। বাসার একমাত্র মাইক্রোওয়েভটা হঠাৎ বেঁকে বসল। মাত্র গত বছরই জিনিষটা কিনেছিলাম স্থানীয় একটা ডিসকাউন্ট স্টোর থেকে। তারা নানা জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণে জিনিষপত্র স্বল্প মূল্যে কিনে এনে কম দামে ছেড়ে দেয়। সমস্যা একটাই। সব জিনিষ যথাযথ কাজ করে না। এই মাইক্রোওয়েভটা মাত্র অর্ধেক দামে কিনেছিলাম। নতুন জিনিষ কিন্তু গুদামে হয়ত দীর্ঘদিন পড়ে ছিল। কাজ ভালোই করছিল। বছর খানেক সার্ভিস দিয়ে আচমকা সে একেবারে শীতল মেরে গেল। চালালে গা গা করে শব্দ করে, কিন্তু কিচ্ছু গরম হয় না। ব্যাপারটা ধরতে দু' একদিন গেল। মাইক্রোওয়েভ নষ্ট হবার মানে মহা সর্বনাশ। জীবন থেমে যাবার জোগাড়। চুলা জ্বালিয়ে হাঁড়িতে ঠান্ডা খাবার গরম করতে হলে জীবন বারো ভাজা হবে। রান্না একদিন, মাইক্রোওয়েভ তিনদিন, এই ফর্মুলাতেই চমৎকার চলছিল। রুটিন লুটোপুটি খাবার জোগাড়। দু' দিন যেতে পারে নি স্ত্রী ভয়ানক কণ্ঠে শাসালো, "হয় মাইক্রোওয়েভ ঠিক করে দেবে নয়ত নিজে রান্না করবে। আমার কি জীবনে আর কোন কাজ নেই যে সকাল বিকাল হাঁড়ি ঠেলব? নিশ্চয় তুমিই ষড়যন্ত্র করে ওটাকে নষ্ট করেছ। নইলে হঠাৎ করে কেন বিগড়াবে?"

যত দোষ নন্দঘোষ। শালার মাইক্রোওয়েভ নষ্ট হলেও এই শর্মার অপরাধ। ডিস্কাউন্ট স্টোরের নাম 'ডিস্কাউন্ট স্টোর'। গেলেই দেখি মানুষ জনে গম গম করছে। কাজ থেকে ফিরেই এক শুভ সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে ছুটলাম। সস্তার জিনিষের তিন অবস্থা মানছি কিন্তু তারপরও সস্তায় জিনিশ কিনবার লোভ সম্বরণ করা কষ্টকর। তাছাড়া ইলেক্ট্রনিক্সের জিনিষ পত্র কোনটা কখন খারাপ হবে তা কি বলার কোন উপায় আছে? ভালো দোকান থেকে ডাবল দাম দিয়ে কিনলেও মহারাণী দু দিন যেতে না যেতে চোখ উলটে মূর্ছা যেতে পারেন। আবার সস্তার জিনিষ এক যুগ দিব্যি চলে যেতে পারে। ঝুঁকি না নিয়ে কে কবে বড় হয়েছে?

দোকানে গিয়ে ম্যানেজারের সাথে দেখা। মাঝবয়েসী শ্বেতাঙ্গ লোক, কিন্তু খুব সম্ভবত ফ্রেঞ্চ কারণ তার ইংরেজী সুবিধার না। তার কথা বোঝা যায় তবে প্রচুর মনযোগ দিতে হয়। তাকে সমস্যা খুলে বলতে সে পথ দেখিয়ে মাইক্রোওয়েভ সেকশোনে নয়ে এল। "৬০% ডিস্কাউন্ট – সব মাইক্রোওয়েভে। অন্য জায়গায় যাবে, একই জিনিষ তিন গুন দাম নেবে। গ্যারান্টি।"

বছর খানেক যেতে পারলো না আগেরটা কেন চিৎপটাং হয়ে গেল জানতে চাইতে হাতের পাঁচ আঙ্গুল মুখের সামনে মেলে ধরল। "পাঁচ আঙ্গুল কি সমান? একই প্রডাক্টের মধ্যে কিছু ভালো কিছু মন্দ তো হতেই পারে।"

সে তো হতেই পারে। বেশ বড় সড় দেখে একখানা মাইক্রোওয়েভ বাগিয়ে দাম মিটিয়ে বাসায় এনে তুললাম। আড়াইশ' ডলারের জিনিষ মাত্র এক শ' ডলারে পেয়ে মন গান গেয়ে উঠতে চায়। আজকালকার দুনিয়ায় লাভ করা কি অত

সহজ? বাক্স খুলে নতুন মাইক্রোওয়েভ কাউন্টারে বসিয়ে প্লাগ লাগানো হল। স্ত্রী খুশী মুখে ফ্রিজ থকে পুর্বের রান্না করা এক বাটি তরকারী বের করে গরম করতে দিল। পাঁচ মিনিটেও যখন গরম হল না তখনই বুঝলাম কেলেঙ্কারি হয়েছে। ফালতু মাল নিয়ে বাসায় তুলেছি। বিশাল বস্তু। একেবারে হাল্কা পাতলা নয়। সেটাকে আবার বয়ে দোকানে নিতে হবে ভাবতেই শরীর বেঁকে বসতে চায়। কিন্তু উপায় কি? টাকার মায়া তো আছেই তার উপর রয়েছে জীবনের মায়া। স্ত্রীর প্রেমময় দৃষ্টিতে এখন অগ্নি ব্যাতিরেকে আর কিছুই দেখা যায় না। গজ গজ করে খিস্তি করছে ,''কত বড় গাধা! একটা নিয়ে এলো সেটাও নষ্ট! টাকার এতো মায়া? একটা ভালো জিনিষ কিনতে কষ্ট হয়?''

পরদিন অফিস থেকে ফিরেই আবার ছুটলাম। ফেরত নেবে কিনা কে জানে? সস্তার নানান অবস্থা। কপাল চাপড়াতে বাকী। ম্যানেজার মাইক্রোওয়েভের বাক্স হাতে আমাকে দেখেই চোখ ছোট ছোট করে ফেলল। ''এটাও নষ্ট করে ফেলেছ?''

''আমি নষ্ট করেছি? তোমার জিনিষই নষ্ট। গত রাতে চালিয়ে দেখি কোন কাজই করে না।''

ম্যানেজার ঘাড় নাড়ল। ''মাঝে মাঝে দু' একটা খারাপ থাকে। আরেকটা নিয়ে যাও। এবারে ভাগ্যটা খারাপ হয়েছে, পরের বার নাও হতে পারে।''

এই পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি এই ঝামেলার মধ্যে আমি আর নেই। ফেরত দিয়ে টাকা পয়সা কব্জা করে অন্য কোথাও গিয়ে একটা ভালো জিনিষ কিনব। বউ ক্ষেপলে জ্যোৎস্না রাতও অমাবস্যা হয়ে যেতে পারে। বললাম, ''দেখ ভাই, তোমার জিনিষ তুমি রাখো। আমার টাকা ফেরত দাও।''

ম্যানেজারের মুখ ব্যাজার হয়ে গেল। ''টাকা তো ফেরত দিতে পারবো না। স্টোর ক্রেডিট দিতে পারি।''

''স্টোর ক্রেডিট নিয়ে করবোটা কি? তোমার জিনিষ তো কোনটা ভালো কোনটা খারাপ বোঝার কোন উপায় নেই।''

সে বিরস কণ্ঠে বলল, ''বাসায় নিয়ে গিয়ে চেক কর। কাজ না করলে পালটিয়ে নিয়ে যাবে।''

মেজাজটা খারাপ হল। । ''আমার কি খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই? তুমি আমার  ফেরত দাও।''

আরও কিছুক্ষণ বাক-বিতন্ডা হল। এক পর্যায়ে সে তার লাঞ্চ বাক্স বের করে নিয়ে এলো। ''দুপুরে খাই নি। দেখ, হাত দিয়ে দেখ, একেবারে বরফ শীতল। এইবার, তুমি যে কোন একটা মাইক্রোওয়েভ বাছো। আমি এখনই আমার লাঞ্চ গরম করে তোমাকে খাওয়াবো।''

আমাকে চোখ গোল গোল করে তাকাতে দেখে সে একটু ভড়কে গেল। ''প্রস্তাবটা কি খুব খারাপ দিলাম?''

আমি চোখ উল্টিয়ে বললাম, ''তুমি কি ফাজলামী করছ আমার সাথে? যলদি টাকা ফেরত দাও। তোমার স্টোর ক্রেডিটও চাই না, মাইক্রোওয়েভও চাই না। আর তোমার লাঞ্চ তুমিই খাও।''

আমাকে বিশেষ রকম উত্তেজিত হতে দেখেই বোধহয় ম্যানেজারের টনক নড়ল। সে মুখ বাঁকিয়ে আমার রিসিট নিয়ে গেল রিটার্নের ব্যাবস্থা করতে। একটু পরে তার মুখ আরোও ব্যাজার হল। ''আমাদের কম্পিউটার সিস্টেম কাজ করছে না। কাল আসো।''

সন্দিহান হলেও এই কথার উপর আর কথা চলে না। ব্যাটাদের সিস্টেম কাজ না করলে আর কি করা। নষ্ট মাইক্রোওয়েভ বগল দাবা করে বাসায় ফিরলাম।

পরদিন অফিস থেকে ফিরেই আবার ছুটলাম। ম্যানেজারের কাজ কারবার বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না। দেরী করলে আবার কি ছুতা বের করে ফেলে। আমাকে দেখে ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল সে। "আরেকটু আগে আসতে পারলে না? আমাদের সিস্টেম এতক্ষণ ভালো চলছিল। এই একটু আগে আবার গেল। সার্ভারে গোলমাল হচ্ছে। কতক্ষণে ঠিক হবে কে জানে।"

আমার মেজাজ খারাপ হল। "তোমার সিস্টেম নিয়ে তুমি থাকো। আমার টাকা ফেরত দাও। এই বাক্স নিয়ে আমি প্রত্যেকদিন তোমার দোকানে আসতে পারবো না।"

মনে হল সে আমার হতাশা বুঝতে পারছে। আমার রিসিটটা নিল। "এক কাজ করা যাক। তোমার মাইক্রোওয়েভ আমি তোমার কাছ থেকে কিনে নিচ্ছি। ক্যাশ দেব। পরে আমাদের সিস্টেম ভালো হলে আমিই ফেরত দিয়ে দেব। ঠিক আছে?"

মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। আবার অন্য কোন ঝামেলায় না পড়ে যাই। ব্যাটা ধুরন্ধর! কিন্তু আবার এই বাক্স কাঁধে বাসায় ফিরতে অনীহা। স্ত্রীর কটূক্তি আর কত সহে। রাজী হয়ে গেলাম। ম্যানেজার আমার হাতে একটা আস্ত একশ' ডলারের নোট আর কতগুলো খুচরা ধরিয়ে দিল। মনে মনে একটু বিপাকেই পড়লাম। একশ' ডলারের নোট ফোট হরদম নকল হয়। ব্যাটা আমাকে গাধা পেয়ে তেমন একটা কেরামতী করবার চেষ্টা না করলেই হয়।

সেই টাকা নিয়ে তখনই ছুটলাম ওয়াল মার্টে। ডাবল দামে একটা খাশা দেখে মাইক্রোওয়েভ কিনে ফেললাম। একশ' ডলারের নোটটা ক্যাশিয়ারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাকীটা ক্রেডিট কার্ডে চালান করে দিলাম। অল্প বয়স্ক ক্যাশিয়ার মেয়েটিকে নোটটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেক করতে দেখে সামান্য অস্থিরতা অনুভব করলাম। রক্ষে কর মা। এক মাইক্রোওয়েভ নিয়ে যা হল আবার এই নোট নিয়ে ঝামেলা হলে খুব তিক্ত হতে হবে। মেয়েটিকে সন্তুষ্ট হয়ে নোটটাকে ড্রয়ারে চালান করতে দেখে আমার মুখে হাসি ফুটল। যাক, এই যাত্রা রক্ষে। অন্তত আগামী বছর দুই তিন এই মাইক্রোওয়েভ নিয়ে আর কোন সমস্যা হবার কোন কারণ নেই। কত জনে তো শুনেছি এক মাইক্রোওয়েভ দিয়ে জীবনের অর্ধেকটা পার করে দিয়ছে।

আমার কপাল অবশ্য বরাবরই মন্দ। মাইক্রোওয়েভ গাড়ী থেকে দুই হাতে তুলে বাসায় ঢোকাতে গিয়ে সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে পায়ের গোড়ালী মুচড়ে এক সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থাকলাম। ভালোর মধ্যে এই যে স্ত্রী মাইক্রোওয়েভে এটা সেটা গরম করে খুব যত্ন আত্যি করে খাওয়াল। একটু খুঁজলে সব মন্দের মধ্যেই কিছু না কিছু একটা ভালো ঠিকই খুঁজে পাওয়া যায়।

শুজা রশীদ
লেখক এবং কলামনিস্ট,
www.shujarasheed.com